প্রথম নরহত্যা

আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় ১-৮পদ

আমাদের জানা ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা মানুষের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত দেখতে পাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে কয়িনের খড়্গ পরবর্তীকালে তীর-ধনুক, বন্দুক, বোম বা মিসাইলে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের ইতিহাস কেন এইভাবে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ? এর জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, ক্ষমতা, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিভিন্ন কারণকে সাধারণত নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কোনওটাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে আমরা যে সমস্ত সঙ্ক ট ভোগ করে চলেছি, তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ইতিহাসের গোড়ায় ফিরে যেতে হবে। যেখানে আমরা কয়িন ও হেবল নামে দুই ভাইকে দেখতে পাই, যাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই হল প্রথম হত্যাকাণ্ড । আজ আমরা এই হত্যাকাণ্ডের পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের সমসাময়িক বিভিন্ন সঙ্ক টের কারণ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

আদম ও হবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলেও, ঈশ্বর তাদের প্রতি প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবার আশীর্বাদ (আদি ১.২৮) ফিরিয়ে নেননি। তাই, এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হবার পর আদম যখন হবার সঙ্গে মিলিত হলেন তখন ঈশ্বর তাদের একাধিক পুত্র ও কন্যাদের উপহার দিলেন (গীত ১২৭.৩)। একাধিক পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে কয়িন ও হেবল নামে দুই পুত্রের কাহিনী আমরা আদি ৪ অধ্যায়ে পেয়ে থাকি। এদের নামকরণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "কয়িন" নামটি "অর্জিত"-র হিব্রু শব্দের সমোচ্চারিত শব্দ। এই নামকরণের মাধ্যমে হবা "ঈশ্বরের সাহায্য বা সম্মতির দ্বারা" পুত্রসন্তান লাভকে বর্ণনা করেছে। অন্য পুত্রের নাম "হেবল" রাখা হয়েছে, যার অর্থ "নিঃশ্বাস" বা "অসার"। কয়িনের নাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই জীবনের আধার, অথচ হেবলের নাম আমাদের বলে, জীবনের আয়ু ক্ষণস্থায়ী।

পুত্ররা বয়স্ক হলে, ঈশ্বর দত্ত আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুসারে কয়িন হল একজন কৃষক, এবং হেবল হল মেষপালক। পিতার কাছ থেকে তারা শিখেছে যে, কর্ম ঈশ্বরের সৃষ্ট বিধানের একটি অঙ্গ এবং তারা ঈশ্বরের সহ-কার্যকারী (১.২৬-৩১)। এই কাজ মানুষের পাপের শাস্তি নয়, কারণ পাপে পতিত হবার আগেই ঈশ্বর মানুষকে কার্যে নিয়োগ করেছিলেন (২.১৫, ১৯)। কিন্তু পাপে পতিত হবার পর তাদের সেই কাজের সঙ্গে কষ্ট ও পরিশ্রম যুক্ত হয়েছে। হয়ত সন্তানেরা তাদের পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের কর্ম এত কষ্টসাধ্য কেন, এবং আদমকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল যে, তার নিজের অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর ভূমিকে অভিশাপ দিয়েছেন।

ধরা যেতে পারে, আদম ও হবা তাদের সন্তানদের কাছে ঈশ্বরের বিষয় এবং এদোন উদ্যানে প্রথম পাপের বিষয় বলেছিলেন। পিতা-মাতা হয়ে নিজেদের পাপের কথা সন্তানদের শোনাতে নিশ্চ য়ই তাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা নিশ্চ য়ই তাদের পুত্রদের আগত মুক্তিদাতার আগমনের বিষয় ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কথা (৩.১৫) জানিয়েছিলেন। এইভাবে সন্তানদের কাছে সত্য জানানোর পর, তারা সন্তানদের প্রতিক্রিয়া দেখতে অপেক্ষা করেছিল। তারা কি আগত মুক্তিদাতা সম্বন্ধীয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করবে? ইব্রীয় ১১.৪ পদে বলা হয়েছে, "বিশ্বাসে হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন।" এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে শোনা মুক্তিদাতার আগমন সম্বন্ধীয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি হেবল সহজ বিশ্বাসে বিশ্বাস করলেও;কয়িন একে আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। সে তার জীবনের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল, ঈশ্বরের সাহায্য বা প্রতিশ্রুতির প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান দেখানোর প্রয়োজন অনুভব করেনি।

উদ্যানে থাকাকালীন, সেই সুন্দর দিনগুলিতে, যখন পাপ তাদের জীবনে অভিশাপ নিয়ে আসেনি এবং ভূমি অভিশপ্ত হয়নি, সেই সময় আদম ও হবা ঈশ্বরের আরাধনা

করতে শিখেছিলেন। ধরা যেতে পারে, আরাধনার গুরুত্বের কথা তারা তাদের সন্তানদেরও শিখিয়েছিলেন। কারণ, ঈশ্বরকে না জেনে, তাঁর আরাধনা না করে কেবল কাজ করার মধ্যে (কৃষিকর্ম বা মেষপালন), পৌত্তলিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। কারণ, এর ফলে দাতার পরিবর্তে দানের উপর মনোযোগী হতে আমরা বাধ্য হই;ফলস্বরূপ, আমরা ভুলে যাই যে,ঈশ্বর আমাদের কাজ করার ও সম্পদ অর্জন করার শক্তি দিয়েছেন (দ্বি. বি. ৮.১০-২০)। সেই সময় আদম-হবা ঈশ্বরের উদ্দেশে পশু বা শস্য উৎসর্গ করার মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনা করত। এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করত, "প্রভু, তুমিই আমাদের সমস্ত বিষয়ের যোগানদাতা, তাই, আমরা নিজেদের ও আমাদের সমস্ত বিষয় তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করতে চাই; এই পশু বা শস্য তারই নিদর্শনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করি।" ঈশ্বর এতে সন্তুষ্ট হতেন, কারণ এর দ্বারা প্রকৃত অর্থে, তারা তাদের সেই জাগতিক বিষয় (পশু বা শস্য) নয়, কিন্তু নিজেদের হৃদয় ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করত।

কয়িন কৃষক হওয়ায়, সে তার চাষের ফসল ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু হেবল মেষপালক হওয়ায় তার মেষকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর কেবল হেবল ও তার বলিদান গ্রহণ করলেন। তিনি হয়তো আকাশ থেকে আগুন নামিয়ে পশুগুলিকে গ্রাস করে তা প্রকাশ করেছিলেন, যেমন পুরাতন নিয়মের অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই (লেবীয় ৯.২৪; ১রাজাবলি ১৮.৩৮; ১বংশাবলি ২৮.২৬)। হেবল তার পিতামাতার শিক্ষাকে মেনে তার বলি উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু কয়িন তা করেনি। ঈশ্বর জমির ফসল যে বলি হিসাবে গ্রহণ করেন না, তা নয়। কারণ, লেবিয় ২.১ পদ বা ২য় বিবরণ ২৬.১-১১ পদে জমির ফসল উৎসর্গ করতে আজ্ঞা করা হয়েছে। নৈবেদ্যর কারণে নয়, কিন্তু কয়িনের নিজের কারণেই ঈশ্বর তার আরাধনা গ্রহণ করেনি। ঈশ্বরের সঙ্গে তার সঠিক সম্পর্ক ছিল না। হিতোপদেশ ২১.২৭ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, "দুষ্টদের উৎসর্গ সদাপ্রভু ঘৃণা করেন, আর তা যদি মন্দ উদ্দেশে আনা হয়, তবে তা আরও ঘৃণার যোগ্য।" বলি উৎসর্গের দ্বারা বিশ্বাসী ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় নিজেকে উৎসর্গ করে ও বিশ্বাসে দৃঢ় হয়। কিন্তু যেখানে বিশ্বাস নেই, কেবল বাহ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ক্রয় করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়, তা ঈশ্বর আরাধনা নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে ঘুষ দেবার কাজ। এই একই কারণে শৌলের বলি ঈশ্বর গ্রহণ করেননি, শৌলের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা পাই ***"বলিদানের চেয়ে বাধ্যতা, মেদ-নৈবেদ্যর চেয়ে আজ্ঞাবহতাই শ্রেয়"*** (১শমূয়েল ১৫.২২)। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর এই সত্যই বারংবার তাঁর প্রজাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন (মীখা ৬.৬-৮; হোশেয় ৬.৬; গীত ৫১.১৬, ১৭; যিশাইয় ১.১১-১৩)। যদিও কয়িন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেনি, কিন্তু ভেবেছিল বলিদানের দ্বারা সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ক্রয় করতে পারবে (যিহূদা ১১)। কিন্তু এইভাবে, ঈশ্বরকে ঠকানো যায় না; কারণ **"মানুষ প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন"** (১শমূয়েল ১৬.৭)।

ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান বা মণ্ডলীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কখনও প্রমাণ করতে পারেনা যে আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী। এর দ্বারা "এক ধরনের ধার্মিকতার নমুনার" প্রকাশ ঘটলেও, উদ্ধারকারী শক্তির পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয় (২তীমথিয় ৩.৫)।

ঈশ্বর কয়িন তথা তার নৈবেদ্য প্রত্যাখ্যান করলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। কয়িনের উচিত ছিল জ্ঞান ফিরে পেয়ে তার পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করা -- ঈশ্বরকে বলা যে, তার বলিদান প্রকৃতপক্ষে ছিল মিথ্যা। পরিবর্তে সে হেবলের উপর রেগে গেল, কারণ ঈশ্বর তার বলি গ্রহণ করেছিলেন। কয়িন ঈশ্বরকেও মুখাপেক্ষার দোষে দোষী করতে চাইল। কিন্তু ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে কথা বললেন, তাকে বিশ্বাসের পথে ফিরে আসতে সুযোগ দিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে পাপী কয়িন ঈশ্বরের দেওয়া সেই সুযোগকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হল। কারণ, "কয়িন ছিল পাপাত্মার (শয়তানের) লোক" (১ যোহন ৩.১২)। ঈশ্বর কয়িনকে সতর্ক করে দিলেন, বোঝাতে চাইলেন, প্রলোভন হিংস্র পশুর মতো তার জীবননাশের জন্য দ্বারে ওঁত পেতে আছে। তার কাছে দ্বার না-খোলাই কয়িনের পক্ষে

বুদ্ধি মানের কাজ। কিন্তু কয়িন ঈশ্বরের সেই সতর্কবার্তায় কান দিল না। যার পরিণতি হিসাবে কয়িন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নরহত্যাকারী হিসাবে খলনায়কে রূপান্তরিত হল।

কয়িন হয়ত নিজের বলি সম্বন্ধে অনেক উচ্চ ধারণার বশবর্তী ছিল। সে হয়তো ভেবেছিল হেবলের রক্তাক্ত নোংরা মেষবলির থেকে তার শস্য ছিল অনেক সুন্দর ও পরিষ্কার। কিন্তু যখন কয়িনের বলির পরিবর্তে ঈশ্বর হেবলের বলি গ্রহণ করলেন, তখন কয়িনের মুখের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল। সমস্ত রাগ ও হিংসা হেবলের উপর এসে উপস্থিত হয়েছিল।

কয়িনের ন্যায় এমন অনুভুতির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। বাইবেল পরিষ্কারভাবে ভাই-এর প্রতি এই হিংসার অনুভূতির কারণ ব্যাখ্যা করে -- "তার নিজের কাজ মন্দ, কিন্তু তার ভাই-এর কাজ ধর্ম্মানুযায়ী ছিল" (১ যোহন ৩.১২)। আমরাও একইভাবে হিংসার আগুনে জ্বলে থাকি --আমার প্রতিবেশির টিভি আমার থেকে বড়; আমার ছেলেরা ফুটবল খেলে, কিন্তু প্রতিবেশির ছেলে টেনিস্ খেলে; অফিসে আমার সহকর্মীর টেবিলটা জানালার সামনে;আমার সহকর্মীর নাম আমার নামের আগে;ইত্যাদি। কত ছোট বিষযকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে হিংসার আগুনে জ্বলি। এই হিংসাই আবার শত্রুতাকে জন্ম দেয়। হেবলের প্রতি ঈশ্বরের আচরণ কয়িন সহ্য করতে পারেনি। ঈশ্বর যদি হেবলের বলিও গ্রহণ না করতেন, তাহলে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু কয়িনের উপহার গ্রহণ না করে হেবলের উপহার গ্রহণ করায়, কয়িন কেবল ক্রুদ্ধ নয়, হেবলের প্রতি হিংসায় পূর্ণ এবং তা শত্রুতায় রূপান্তরিত করেছে। একইভাবে, আমরাও যখন আমাদের প্রত্যাশিত বিষয় ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে ব্যর্থ হই (কিন্তু অন্যে পায়), তখন আমরা প্রথমেই যে কথা বলে থাকি, তা হল "ঈশ্বর কী করে আমার প্রতি এমন কাজ করলেন? ঈশ্বর কী করে আমার প্রতি এমন অনুমতি দিলেন?" যখন আমরা এমন প্রশ্ন করি, তার একটাই যথার্থ উত্তর দেওয়া যেতে পারে, "এমন কাজ কেন তোমার প্রতি ঘটবে না? তুমি তো আর পাঁচ জনের মতোই;তাদের প্রতি যদি তা ঘটতে পারে, তোমার প্রতি কেন ঘটবে না?"

ঈশ্বর কিন্তু কয়িনকে ফিরে আসার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বর কখনও অতীতকে স্মরণ করেন না। প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কয়িন ঈশ্বরের কাছে নিজের পাপস্বীকার করে ফিরে আসার সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তার মনের মন্দ কামনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, যার ফলস্বরূপ "কামনা সগর্ভা হয়ে পাপকে প্রসব করেছে, পাপ পরিপক্ক হয়ে মৃত্যুকে জন্ম দিয়েছে" (যাকোব ১.১৫)। তাই, কয়িন নিজের ভাইকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।

আমরা হয়তো নরহত্যার দায়ে কেউ অপরাধী নই। কিন্তু যীশু আমাদের এ বিষয়ে কঠিন শিক্ষা দিয়েছেন (মথি ৫.২১-২৪)। আমরা আমাদের ভাই-এর প্রতি কেমন ব্যবহার করছি? যোহন লিখেছেন যদি আমরা আমাদের ভাইকে ঘৃণা করি, তাহলে আমরাও নরঘাতক (১ যোহন ৩.১৫)। তাই পৌল বলেছেন, সূর্যাস্তের পূর্বে আমরা যেন মীমাংসা করি (ইফিষীয় ৪.২৬-২৭)। প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা কখনও ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ককে উপেক্ষা করে সম্ভ ব নয় (মথি ৫.২৩-২৪)।